জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
website: www.jb.com.bd

রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩

আরসিডি সার্কুলার নং- ৯৯/২১

তারিখ ঃ ১৭/১০/২০২১ খ্রিঃ
০১ কার্তিক ১৪২৮ বাং

সকল মহাব্যবস্থাপক/উপ-মহাব্যবস্থাপক/
একান্ত সচিব, সিইও এন্ড এমডি এবং সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিভিশন ও ডিপার্টমেন্ট/বিভাগীয় কার্যালয়/
লোকাল অফিস/জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা/এরিয়া অফিস/সকল শাখা
এবং সকল সাবসিডিয়ারী কোম্পানী।

বিষয় ঃ কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবেলায় কৃষি খাতের জন্য ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

নভেলকরোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কৃষি খাতে উৎপাদন হ্রাসসহ সম্ভাব্য বিভিন্ন বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলার নিমিত্তে সরকার ঘোষিত ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীম এর মাধ্যমে কৃষি খাতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে চলতি মূলধন ভিত্তিক ঋণ সরবরাহ করা হয়। ফলে কৃষি উৎপাদন হ্রাসসহ সম্ভাব্য বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা সম্ভব হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট আর্থিক সংকট চলমান থাকায় সম্প্রতি সরকার কর্তৃক ইতিপূর্বে গৃহীত বিভিন্ন প্রণোদনামূলক পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় কৃষি খাতের জন্য ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে; যা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক তাদের এসিডি সার্কুলার নং- ০২ তারিখ- ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ এর মাধ্যমে জারী করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত হল ঃ উদ্ধৃত

"কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবেলায় দেশের কৃষি খাতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, কৃষি কর্মকান্ড অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে কৃষির বিভিন্ন খাতসমূহে স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে, ইতিপূর্বে গৃহীত বিভিন্ন প্রণোদনামূলক পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় কৃষি খাতের জন্য ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম পরিচালনায় নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবে ঃ

১. স্কিমের নাম ঃ কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (২য় পর্যায়)।

২. স্কিমের আওতায় তহবিলের পরিমাণ ঃ ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) কোটি টাকা।

৩. উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল।

৪. স্কিমের মেয়াদ ঃ ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত।

৫. ঋণ চুক্তি সম্পাদন ও তহবিল বরাদ্দ ঃ

(ক) পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতাভুক্ত ব্যাংকসমূহের মধ্যে ইচ্ছুক ব্যাংকসমূহকে কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে।

(খ) ব্যাংকসমূহের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা, ঋণ বিতরণের সক্ষমতা ইত্যাদির ভিত্তিতে কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকসমূহের অনুকূলে তহবিল বরাদ্দ করা হবে। অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্তৃক এ স্কিমের আওতায় সময়ে সময়ে ঋণ বিতরণের সক্ষমতা পর্যালোচনান্তে বাংলাদেশ ব্যাংক পরবর্তীতে প্রয়োজনবোধে বরাদ্দকৃত তহবিলের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

(গ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পর পেশকৃত পুনঃঅর্থায়ন দাবী পর্যালোচনাপূর্বক পর্যায়ক্রমে বরাদ্দকৃত তহবিলের সমপরিমাণ অর্থায়ন করা হবে।

৬. কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ঃ

(ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

চলমান পাতা-০২

বিষয় ঃ কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবেলায় কৃষি খাতের জন্য ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

(খ) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতাভুক্ত খাতসমূহে বিতরণকৃত ঋণের বর্তমান গ্রহীতাদের মধ্য হতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক/ গ্রাহকগণকে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক নিজ ব্যাংক হতে প্রদত্ত বিদ্যমান ঋণ সুবিধার (Sanction limit) অতিরিক্ত ২০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ (সর্বোচ্চ ১০.০০ কোটি টাকা) এ স্কিমের আওতায় বিতরণ করতে পারবে।

(গ) নতুন কৃষক/গ্রাহকগণের ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই এর ভিত্তিতে নির্ধারণপূর্বক এ স্কিমের আওতায় বিতরণ করতে পারবে।

(ঘ) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে শস্য/ফসল চাষের জন্য এককভাবে জামানত বিহীন (শুধুমাত্র ফসল দায়বন্ধনের বিপরীতে) সর্বোচ্চ ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

(ঙ) গৃহস্থালি পর্যায়ে গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ খাতে ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(চ) শস্য ও ফসল ঋণ ব্যতীত অন্যান্য খাতের ঋণসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ন্যূনতম জামানত/সহায়ক জামানত গ্রহণের বিষয়ে ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

(ছ) এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

(জ) কোন কৃষক/গ্রাহক যেকোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ খেলাপি হলে তিনি এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৭. সুদ/মুনাফা হার ঃ

(ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্ধারিত ১% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে।

(খ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৪% (সরল হারে)। উক্ত সুদ/মুনাফা হার নতুন ও পুরাতন সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

৮. ঋণের খাতসমূহ ঃ

(ক) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত শস্য ও ফসল খাতের আওতাভুক্ত দানা শস্য, অর্থকরী ফসল, শাক সবজি, কন্দাল ফসল (আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ যথাঃ ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষে গ্রাহক পর্যায়ে ৪% সুদ হারে ঋণ বিতরণের পৃথক স্কিম চালু থাকায় এ খাত ব্যতীত), ফল ও ফুল চাষ, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ খাত, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি, বীজ উৎপাদন খাতসমূহে ঋণ বিতরণ করা যাবে।

(খ) ব্যাংকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তহবিলের ন্যূনতম ৩০% শস্য ও ফসল খাতে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৯. ঋণের মেয়াদ ঃ

(ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ১৮ মাসের (১২ মাস + গ্রেস পিরিয়ড ৬ মাস) মধ্যে আসল এবং সুদ/মুনাফা (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ১% সুদ/মুনাফা হারে) পরিশোধ করবে।

(খ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে শস্য/ফসল খাতে বিতরণকৃত ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১২ মাস। এ ছাড়া, অন্যান্য খাতে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ন্যূনতম ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮ মাস।

১০. পুনঃঅর্থায়ন আবেদন পদ্ধতি ঃ

(ক) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ শুরু করার পর অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্তৃক মাসিক ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়ন দাবী করতে হবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্রসহ মহাব্যবস্থাপক, কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিকট পুনঃঅর্থায়ন দাবি করবে ঃ

- প্রকৃত বিতরণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র;
- বিতরণকৃত ঋণের সমন্বিত বিবরণী (সংযুক্ত ছক-১ মোতাবেক);
- ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট) ও লেটার অব কন্টিনিউটি;
- সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য।

১১. পরিশোধ পদ্ধতি ঃ

(ক) বিভিন্ন দফায় ব্যাংকের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট দফার মেয়াদ পূর্তির মধ্যেই সুদ/মুনাফাসহ গৃহীত আসলের সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে;

চলমান পাতা-০৩

বিষয় ঃ কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবেলায় কৃষি খাতের জন্য ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

(খ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকবে। কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না;

(গ) ঋণের বকেয়া নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধিত না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায়/সমন্বয় করা হবে;

(ঘ) স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের অর্থ বা এর কোন অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদ/মুনাফা ধার্য্যপূর্বক এককালীন আদায় করা হবে।

(ঙ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ না করে অথবা কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণে ৪% এর অতিরিক্ত সুদ ধার্য্যপূর্বক ব্যাংক কর্তৃক এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর প্রযোজ্য ব্যাংক রেট (বর্তমানে ৪%) ছাড়াও অতিরিক্ত ১% হারে সুদ/মুনাফাসহ এককালীন আদায় করা হবে।

১২. রিপোর্টিং ও মনিটরিং ঃ

(ক) এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত প্রতিটি ঋণের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অর্থায়ন প্রাপ্তির পর নিবিড় মনিটরিং এর লক্ষ্যে ঋণ বিতরণের পুঞ্জিভূত বিবরণী (সংযুক্ত ছক-২ মোতাবেক) বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগে পাক্ষিক ভিত্তিতে (পক্ষ সমাপনান্তে ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে) দাখিল করতে হবে;

(গ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে যা অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদনকালে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় সরেজমিনে পরিদর্শন এবং তথ্যাদি যাচাইয়ের মাধ্যমে কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সদ্ব্যবহার মনিটরিং এবং মূল্যায়ন করা হবে।

১৩. তহবিল ব্যবস্থাপনা ঃ এ তহবিল সামগ্রিক তদারকি/পরিচালনা/ব্যবস্থাপনার কাজ বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় এর কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হবে এবং এ লক্ষ্যে কৃষি ঋণ বিভাগ প্রয়োজনীয় শর্ত/বিধি অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে।

১৪. অন্যান্য শর্তাবলী ঃ

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে তহবিলের প্রাপ্যতা সীমা বিবেচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ বিতরণ করবে এবং ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এবং বর্তমানে অনুসৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালাসহ অন্যান্য নীতিমালা যেমন জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণগ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপন, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়া যথারীতি অনুসৃত হবে;

(গ) উপরোক্ত পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করবে। পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদির বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।" অনুদ্ধৃত

২.০০। অতএব, নভেলকরোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতি লাঘবের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত "কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (২য় পর্যায়)" এর উপর্যুক্ত নীতিমালা এবং নিম্নোক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক এ স্কীমের আওতায় ঋণ বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেওয়া হল ঃ

২.০১। কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতাভুক্ত খাতসমূহে বিতরণকৃত ঋণের বর্তমান গ্রহীতাদের মধ্য হতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক/গ্রাহকগণকে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক নিজ ব্যাংক হতে প্রদত্ত বিদ্যমান ঋণ সুবিধার (Sanction limit) অতিরিক্ত ২০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ (সর্বোচ্চ ১০.০০ কোটি টাকা) এ স্কিমের আওতায় বিতরণ করতে পারবে। এ ছাড়া, নতুন কৃষক/গ্রাহকগণের ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই এর ভিত্তিতে নির্ধারণপূর্বক এ স্কিমের আওতায় বিতরণ করতে পারবে। এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। উল্লেখ্য, শাখা কর্তৃক ঋণের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

২.০২। ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে শস্য/ফসল চাষের জন্য এককভাবে জামানত বিহীন (শুধুমাত্র ফসল দায়বন্ধনের বিপরীতে) সর্বোচ্চ ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে। গৃহস্থালি পর্যায়ে গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ খাতে ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। শস্য ও ফসল ঋণ ব্যতীত অন্যান্য খাতের ঋণসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ন্যূনতম জামানত/সহায়ক জামানত গ্রহণের বিষয়ে ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

চলমান পাতা-০৪

বিষয়ঃ কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবেলায় কৃষি খাতের জন্য ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

২.০৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত শস্য ও ফসল খাতের আওতাভুক্ত দানা শস্য, অর্থকরী ফসল, শাক সবজি, কন্দাল ফসল (আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ যথাঃ ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষে গ্রাহক পর্যায়ে ৪% সুদ হারে ঋণ বিতরণের পৃথক স্কিম চালু থাকায় এ খাত ব্যতীত), ফল ও ফুল চাষ, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ খাত, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি, বীজ উৎপাদন খাতসমূহে ঋণ বিতরণ করা যাবে।

২.০৪। এ স্কীমের আওতায় পরিশিষ্ট-'ক' তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ ঋণ বিতরণ করতে হবে। তবে ব্যাংকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তহবিলের ন্যূনতম ৩০% শস্য ও ফসল খাতে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য, এ স্কীমের আওতায় ঋণের আবেদন ও ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে পরিশিষ্ট-'খ' ও পরিশিষ্ট-'গ' ব্যবহার করতে হবে।

২.০৫। কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৪% (সরল সুদ)। উক্ত সুদ/মুনাফা হার নতুন ও পুরাতন সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

২.০৬। কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে শস্য/ফসল খাতে বিতরণকৃত ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১২ মাস। এ ছাড়া, অন্যান্য খাতে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ন্যূনতম ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮ মাস।

২.০৭। ঋণের প্রকৃতি অনুযায়ী ঋণ-সমমূলধন অনুপাত ব্যাংকের প্রচলিত বিধান মোতাবেক শাখা নির্ধারণ করবে।

২.০৮। উক্ত ঋণের জন্য প্রযোজ্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমন- জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণগ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপণ, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়া যথারীতি অনুসরণ করতে হবে।

২.০৯। এ স্কীমের আওতায় ৩০ জুন, ২০২২ মেয়াদের পর কোন ঋণ বিতরণ করা যাবে না।

২.১০। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ঋণ আদায় না হলে সমুদয় ঋণের উপর ব্যাংকের প্রচলিত সুদ হার প্রযোজ্য হবে।

২.১১। কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ না করে অথবা কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণে ৪% এর অতিরিক্ত সুদ ধার্য্যপূর্বক ব্যাংক কর্তৃক এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর প্রযোজ্য ব্যাংক রেট (বর্তমানে ৪%) ছাড়াও অতিরিক্ত ১% হারে সুদ/মুনাফাসহ এককালীন আদায় করা হবে। কাজেই ঋণ বিতরণ ও সুদ হিসাবায়নের ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

২.১২। এতদ্ব্যতীত, শাখাসমূহকে এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত 'ছক' মোতাবেক সঠিক তথ্য আবশ্যিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। এ ছাড়া, ঋণ আবেদনপত্র (পরিশিষ্ট- 'খ'), ঋণ মঞ্জুরিপত্র (পরিশিষ্ট- 'গ'), শাখার প্রকৃত বিতরণ সংক্রান্ত সনদ (পরিশিষ্ট- 'ঘ'), ঋণ হিসাব বিবরণী এবং অন্যান্য তথ্যাবলী প্রত্যেক এরিয়া অফিস তাদের আওতাধীন শাখাসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহ করতঃ প্রতি মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩ বরাবরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

৩.০০। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

17.10.21
মোঃ আবদুছ ছামাদ খান
উপ-মহাব্যবস্থাপক

19.10.2021
মাসফিউল বারী
মহাব্যবস্থাপক

সংযুক্ত 'ছক-১'

ছক-১ঃ 'কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (২য় পর্যায়)' এর আওতায়
পুনঃঅর্থায়ন দাবী সংক্রান্ত বিবরণী (মাসিক ভিত্তিক)

ব্যাংকের নাম ঃ

মাসের নাম ঃ

অর্থবছর ঃ

(কোটি টাকায়)

শাখার নাম	কৃষক/গ্রাহকের নাম এবং মোবাইল নম্বর	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার	ঋণ বিতরণের তারিখ	ঋণের মেয়াদ	ঋণ বিতরণের খাত	বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে দাবীকৃত পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ
মোট পরিমাণ							

সংযুক্ত 'ছক-২'

ছক-২ঃ 'কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (২য় পর্যায়)' এর আওতায় ঋণ বিতরণের পুঞ্জিভূত বিবরণী (পাক্ষিক ভিত্তিক)

ব্যাংকের নাম ঃ

বিবরণীর সময়কালঃ --/--/---- তারিখ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকার অঙ্কে)

জেলার নাম	উপজেলার নাম	শাখার নাম	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ							বিতরণকৃত ঋণের শতকরা হার	ঋণপ্রাপ্ত বর্গাচাষীর সংখ্যা	ঋণপ্রাপ্ত মোট কৃষক/গ্রাহকের সংখ্যা
					শস্য/ফসল (ফল ও ফুলসহ)	মৎস্য	পোল্ট্রি	প্রাণিসম্পদ	কৃষি/সেচ যন্ত্রপাতি	বীজ উৎপাদন	মোট			
সর্বমোট														

আরসিডি সার্কুলার নং- ৯৯/২১ এর আওতায় ঋণ বিতরণের জন্য এরিয়া অফিসসমূহের জন্য বরাদ্দ ঃ

(লক্ষ টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	এরিয়া/বিভাগের নাম	বরাদ্দের পরিমাণ
০১.	ঢাকা-উত্তর	৫০.০০
০২.	ঢাকা-পশ্চিম	৫০.০০
০৩.	ঢাকা-দক্ষিণ	৫০.০০
০৪.	ঢাকা-পূর্ব	৫০.০০
০৫.	নারায়নগঞ্জ	১০০.০০
০৬.	মুন্সীগঞ্জ	১০০.০০
০৭.	নরসিংদী	১০০.০০
০৮.	ফরিদপুর	১০০.০০
০৯.	কুষ্টিয়া	১০০.০০
১০.	মাগুরা	১০০.০০
১১.	মাদারীপুর	১০০.০০
১২.	ময়মনসিংহ	২০০.০০
১৩.	নেত্রকোনা	১০০.০০
১৪.	কিশোরগঞ্জ	১৫০.০০
১৫.	টাঙ্গাইল	১৫০.০০
১৬.	জামালপুর	১৫০.০০
১৭.	চট্টগ্রাম-এ	১৫০.০০
১৮.	চট্টগ্রাম-বি	১৫০.০০
১৯.	চট্টগ্রাম-সি	১৫০.০০
২০.	কক্সবাজার	১৫০.০০
২১.	কুমিল্লা দক্ষিণ	১০০.০০
২২.	কুমিল্লা উত্তর	১০০.০০
২৩.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১০০.০০
২৪.	নোয়াখালী	১৫০.০০
২৫.	চাঁদপুর	১০০.০০
২৬.	ফেনী	১০০.০০
২৭.	সিলেট	১৫০.০০
২৮.	সুনামগঞ্জ	১০০.০০
২৯.	মৌলভীবাজার	১০০.০০
৩০.	হবিগঞ্জ	১০০.০০
৩১.	খুলনা	২০০.০০
৩২.	বাগেরহাট	১৫০.০০
৩৩.	সাতক্ষীরা	২০০.০০
৩৪.	যশোর	২০০.০০
৩৫.	ঝিনাইদহ	১৫০.০০
৩৬.	চুয়াডাঙ্গা	১০০.০০
৩৭.	বরিশাল	১০০.০০
৩৮.	ভোলা	১০০.০০
৩৯.	পটুয়াখালী	১০০.০০
৪০.	রাজশাহী	২০০.০০
৪১.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২০০.০০
৪২.	নাটোর	২০০.০০
৪৩.	নওগাঁ	২০০.০০
৪৪.	পাবনা	২০০.০০
৪৫.	সিরাজগঞ্জ	১৫০.০০
৪৬.	বগুড়া	২৫০.০০
৪৭.	রংপুর	২০০.০০
৪৮.	গাইবান্ধা	১০০.০০
৪৯.	দিনাজপুর	১৫০.০০
৫০.	ঠাকুরগাঁও	১৫০.০০
৫১.	কুড়িগ্রাম	১৫০.০০
	মোট =	৬৮০০.০০

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-'ক-২'

আরসিডি সার্কুলার নং- ৯৯/২১ এর আওতায় ঋণ বিতরণের জন্য বিভাগীয় অফিসসমূহের (কর্পোরেট-১ শাখার) ও লোকাল অফিসের জন্য বরাদ্দ ঃ

(লক্ষ টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	এরিয়া/বিভাগের নাম	বরাদ্দের পরিমাণ
০১.	ঢাকা-উত্তর	২৫.০০
০২.	ঢাকা-দক্ষিণ	২৫.০০
০৩.	ফরিদপুর	৫০.০০
০৪.	ময়মনসিংহ	৫০.০০
০৫.	চট্টগ্রাম	৫০.০০
০৬.	সিলেট	৫০.০০
০৭.	খুলনা	৫০.০০
০৮.	বরিশাল	৫০.০০
০৯.	রাজশাহী	৫০.০০
১০.	লোকাল অফিস	৩০০.০০
	মোট =	৭০০.০০

পরিশিষ্ট-'খ'

আরসিডি সার্কুলার নং- ৯৯/২১ এর আওতায় ঋণ/বিনিয়োগের নমুনা আবেদনপত্র

ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
.... শাখা

ছবি

বিষয় ঃ .... চাষ/উৎপাদন/পালনের জন্য ঋণ প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব,

আমি আপনার ব্যাংক শাখা হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে .... চাষ/উৎপাদন/পালনের জন্য ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণে ইচ্ছুক এবং এতদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী সরবরাহ করিতেছি।

১। আবেদনকারীর নাম ঃ .... বয়স ঃ ....
২। পিতা/স্বামীর নাম ঃ ....
৩। মাতার নাম ঃ ....
৪। পূর্ণ ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ .... ডাকঘর ঃ ....
ইউনিয়ন ঃ .... থানা/উপজেলা ঃ..
জেলা ঃ ....
৫। জাতীয় পরিচয় পত্র নং ঃ .... জন্ম তারিখ ঃ ....
৬। মোবাইল ফোন নং ঃ ....
৭। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ....
৮। মোট দায় দেনার পরিমাণ (যদি থাকে) ঃ

ব্যাংক ও শাখার নাম	ঋণ মঞ্জুরির তারিখ	ঋণের পরিমাণ	বর্তমান বকেয়া	ঋণ শ্রেণীকরণের অবস্থা

৯। আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, অত্র আবেদনপত্রে দাখিলকৃত সমগ্র তথ্যাবলী সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সত্য। আমি এই মর্মে প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, মঞ্জরিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ উৎপাদিতব্য নির্দিষ্ট ফসল উৎপাদনের কাজে যথাযথভাবে ব্যবহার করিব এবং এই অর্থ কোনক্রমেই অন্য কোন কাজে ব্যবহার করিব না। আমি আরো অঙ্গীকার করিতেছি যে, মঞ্জরিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক আরোপিত সকল শর্তাবলী যথাযথভাবে মানিয়া চলিব এবং গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ উৎপাদিত ফসল/দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া সময়মত সুদসহ সম্পূর্ণরূপে ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ করিব। অন্যথায় প্রচলিত আইনের আওতায় আদালতে মামলা দায়ের/ কেসের মাধ্যমে ব্যাংক আমার নিকট হইতে সমুদয় পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহির সনাক্তকারীর স্বাক্ষর

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

নাম ঃ ....
পিতার নাম ঃ ....
পূর্ণ ঠিকানা ঃ ....

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-'গ'

আরসিডি সার্কুলার নং- ৯৯/২১ এর আওতায় ঋণ/বিনিয়োগের নমুনা মঞ্জুরীপত্র

সূত্র ঃ তারিখ ঃ ..... খ্রিঃ

জনাব .....
পিতা- .....
সাং- .....
.....

বিষয় ঃ 'কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (২য় পর্যায়)' এর আওতায় ..... খাতে আপনার অনুকুলে ..... (কথায় .....) টাকা ঋণ মঞ্জুরী প্রসঙ্গে।

জনাব,

আপনার ..... খ্রিঃ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনার অনুকুলে ..... চাষ/উৎপাদন/পালনের নিমিত্তে ..... (কথায় .....) টাকা ঋণ আগামী ..... মেয়াদে ব্যাংকের প্রচলিত ও নিম্নবর্ণিত শর্তে মঞ্জুরী প্রদান করা হল ঃ

(ক) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা ঃ
(খ) ঋণের ধরণ ঃ 'কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (২য় পর্যায়)' এর আওতায় ঋণ।
(গ) ঋণের উদ্দেশ্য ঃ
(ঘ) ঋণের প্রকৃতি ঃ
(ঙ) ঋণের পরিমাণ ঃ
(চ) সুদের হার ঃ ৪% (সরল সুদ)।
(ছ) সুদ নির্ধারণ পদ্ধতি ঃ ঋণের মেয়াদকালের মধ্যে ঋণের সমুদয় দায় (আসল ও সুদ) পরিশোধের ক্ষেত্রে ৪% সুদহার প্রযোজ্য হবে। তবে ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ঋণের সমূদয় দায় পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঋণ বিতরণের তারিখ হতে প্রচলিত সুদহার প্রযোজ্য হবে।
(জ) ঋণের মেয়াদ ঃ
(ঝ) পরিশোধ পদ্ধতি ঃ ঋণের মেয়াদের মধ্যে সুদসহ সম্পূর্ণ দায় পরিশোধযোগ্য।
(ঞ) জামানত ঃ ১) প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে উৎপাদিতব্য/উৎপাদিত শস্য/ফসল ব্যাংকের নিকট বন্ধক থাকিবে।
২) পুকুরের/খামারের/ফার্মের মাছ/ডিম/ব্রয়লার/গরু ও সরঞ্জমাদি হাইপোথিকেশন আকারে বন্ধক থাকিবে।
৩) ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত গ্যারান্টি নিতে হবে।
৪) ৩য় পক্ষীয় জনাব ..... এর ব্যক্তিগত গ্যারান্টি নিতে হবে।
(ট) অন্যান্য শর্ত ঃ ১) ঋণ বিতরণের পূর্বে প্রয়োজনীয় চার্জ ডকুমেন্ট যথা- ডিপি নোট, লেটার অব্ এ্যারেঞ্জমেন্ট, লেটার অব্ কন্টিনিউটি, লেটার অব হাইপেথিকেশন, লেটার অব্ গ্যারান্টি সম্পাদন করতে হবে।
২) এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
৩) কোন কৃষক/গ্রাহক যেকোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ খেলাপি হলে তিনি এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।
৪) ঋণের অর্থ বা এর কোন অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদ/মুনাফা ধার্য্যপূর্বক এককালীন আদায় করা হবে।

উল্লেখ্য, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এ ঋণ পরিচালনায় এক বা একধিক শর্ত আরোপ/পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতে পারবে।

উপর্যুক্ত শর্তাবলী আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য মর্মে বিবেচিত হলে মঞ্জুরীপত্রে আপনার সম্মতিসূচক স্বাক্ষরপূর্বক ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হল।

জনতা ব্যাংক লিঃ ★ প্রধান কার্যালয় ★ ঢাকা

মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

অফিসার
(নামসহ সীল ও তারিখ)

ম্যানেজার
(নামসহ সীল ও তারিখ)

পরিশিষ্ট-'ঘ'

প্রকৃত ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত সনদপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবেলায় কৃষি খাতের জন্য ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার 'কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (২য় পর্যায়)' এর আওতায় জনতা ব্যাংক লিমিটেড, ... শাখা/এরিয়া হতে ----------/---------- মাসে বিতরণকৃত ..... (কথায়- ..... মাত্র) টাকা আরসিডি সার্কুলার নং- ..... তারিখ- ..... এর শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে প্রকৃত ঋণগ্রহীতাদেরই এ ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন দাবী সংক্রান্ত কোন বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তার দায়-দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর (নামসহ সীল ও তারিখ)	শাখা প্রধান/এরিয়া প্রধানের স্বাক্ষর (নামসহ সীল ও তারিখ)